সংবাদ

তারিখ SEP 04 2006
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

শুভঙ্করের ফাঁকি

৮০ ভাগ প্রাথমিক শিক্ষকের বেতন বাড়বে ১শ' টাকা

সান আরিফ

রকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন যে ক্রিয়ায় বাড়ানো হয়েছে তাতে ৮০ ভাগ ক্ষক মাত্র ১০০ টাকার সুবিধা পাবেন। কি ২০ ভাগ শিক্ষকের সুবিধা মিলবে ০০ থেকে ৪৫০ টাকা। শিক্ষকরা রকারের এ উদ্যোগকে শুভঙ্করের ফাঁকি লে উল্লেখ করেছেন।

জানা গেছে, বর্তমানে যেভাবে বেতন ড়ানো হয়েছে তাতে একজন শিক্ষণবিহীন সহকারী শিক্ষকের বেতন ৮০০ থেকে বেড়ে ৩০০০ টাকা এবং শিক্ষণবিহীন প্রধান শিক্ষকের বেতন ২৮৫০ থেকে বেড়ে ৩৩০০ টাকা করা হয়েছে। একইভাবে প্রশিক্ষণপাপ্ত সহকারী শিক্ষকের বেতন ৩০০০ থেকে বাড়িয়ে ৩১০০ টাকা এবং প্রশিক্ষণপাপ্ত প্রধানশিক্ষকের বেতন ৩১০০ থেকে বাড়িয়ে ৩৫০০ টাকা করা হয়েছে।

সূত্র জানায়, দেশের ৩৭ হাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের ৮০ ভাগ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সহকারী শিক্ষক। তাদের সংখ্যা ১ লাখ ৪০ হাজার। তাদের বেতন বেড়েছে মাত্র ১০০ টাকা করে। আর বাকি ২০ ভাগ সহকারী শিক্ষক প্রশিক্ষণবিহীন। তাদের সংখ্যা ৪৫ হাজার। তাদের

ফাঁকি : পৃ : ১১ ক :

ফাঁকি : শুভঙ্করের
(১ম পৃষ্ঠার পর)

বেতন বেড়েছে ৪০০ টাকা করে। অর্থাৎ যারা প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তাদের বেতন বেড়েছে যারা প্রশিক্ষণ নেননি তাদের চেয়ে অনেক কম। ফলে প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকরা আর প্রশিক্ষণ নিতে আগ্রহী হবেন না।

কিন্তু প্রধান শিক্ষকদের বেতন বাড়ানোর ব্যাপারে এত বৈষম্য করা হয়নি। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের বেতন বেড়েছে ৪০০ টাকা এবং প্রশিক্ষণবিহীন প্রধান শিক্ষকের বেতন বেড়েছে ৪৫০ টাকা।

জানা গেছে, প্রতি ২/৩ বছর পরপর স্কুলগুলোতে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়। প্রধান শিক্ষকের খালী পদে ৬৫ ভাগ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সহকারী শিক্ষক আর বাকি ৩৫ ভাগ সরাসরি নতুন নিয়োগ দেয়া হয়। আর সহকারী শিক্ষকদের সরাসরিই নিয়োগ দেয়া হয়।

এ প্রেক্ষাপটে শিক্ষক নেতারা বলেন, সরকার বেতন বৈষম্য দূর করতে গিয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের ক্ষেত্রে আরও বৈষম্য সৃষ্টি করেছে। প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকদের বেতন বেশি বাড়ানোর ফলে ভবিষ্যতে প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকরা আর প্রশিক্ষণ নিতে আগ্রহী হবেন না এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা দিন দিন কমতে থাকবে। এতে তাদের কাজের মান কমে যাবে।

জুন মাসে বেতন বৈষম্য দূর ও পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তনের দাবিতে শিক্ষকদের দুটি গ্রুপ মুক্তাঙ্গন ও কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আমরণ অনশন পালন করার সময় ২৬ জুন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব হারিছ চৌধুরী দাবি মেনে নেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। সেই প্রতিশ্রুতিতে শিক্ষকদের বলা হয়েছিল, ১ জুলাই থেকে তাদের বেতন বৃদ্ধি কার্যকর করা হবে। কিন্তু তাদের বেতন বৃদ্ধি কার্যকর করা হয়েছে ২৯ আগস্ট থেকে। একইভাবে পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তনেরও কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি।

সরকারের এরকম ঘোষণায় ক্ষুব্ধ হয়েছেন সাধারণ শিক্ষকরা। এ ব্যাপারে প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক কাজী আ কা ফজলুল হক 'সংবাদ'কে বলেন, বেতন বৃদ্ধির বিষয়টি সরকারের শুভঙ্করের ফাঁকি। সরকার বেতন বৈষম্য দূর করার পরিবর্তে আরও বৈষম্য তৈরি করেছে। এতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের মধ্যে কাজের প্রতি অনীহা তৈরি হবে।

একই কথা বলেছেন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক আবদুল মান্নান কবিরাজ। তিনি বলেন, তাদের বেতন ১০০ টাকা বৃদ্ধি